০৬-০২-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি আজ্ঞাকারী বাচ্চারা - তোমাদের সর্বদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে, তোমরা কখনও কেঁদো না, কারণ তোমরা এখন উচ্চতম থেকেও উচ্চ বাবাকে খুঁজে পেয়েছ

প্রশ্নঃ - কেন অতীন্দ্রিয় সুখ তোমাদের গোপ -গোপীদের ক্ষেত্রে স্মরণ করা হয় কিন্তু দেবী -দেবতাদের জন্য নয় ?

*উত্তরঃ - তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ । তোমরা মানুষকে দেবতায় পরিণত করবে , তোমরাই যখন আবার দেবী-দেবতা হবে , তোমরা নীচে নামতে শুরু করবে এবং তখন ডিগ্রি কম হয়ে যাবে । সেইজন্য তাঁদের সুখের গায়ন হয়না । সুতরাং , এটা তোমাদের বাচ্চাদের সুখের গায়ন ।

গীতঃ- যিনি আমায় সাহারা দিয়েছেন তাঁকে ধন্যবাদ ...

ওম্ শান্তি । এই কথা একজনের নাকি দুজনের ? বাবার এবং দাদারও । "ওম্ শান্তি" কে বলেছে ? তোমাদের বলতে হবে, উভয়ই এটা বলেছেন , কারণ তোমরা জানো যে উভয়েই আত্মা । এক আত্মা এবং আরেক পরমাত্মা । এদের সবাইকে জীবাত্মা বলা হয় । তোমরা আত্মারা তোমাদের পার্ট প্লে করতে এখানে এসেছ । অন্য ধর্মের কোনও প্রশ্নই নেই । বাবা একমাত্র ভারতেই আসেন । ভারতই বার্থপ্লেস । মানুষ শিবের জন্ম-জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু তারা জানেনা তিনি কখন এবং কিভাবে আসেন ! শিব এক নিরাকারকে বলা হয় এবং তাঁর পূজাও হয় । মানুষ শিবের জয়ন্তী পালন করে । যাকিছু পাস্টে হয়েছে তারা সেইসবের উত্সব পালন করে, কিন্তু তারা জানেনা তিনি কখন এসেছিলেন এবং কি করেছিলেন ? তোমরা বাচ্চারা এখন সবকিছু জানো । তোমরা যে কোনও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, তোমরা কার রাত্রি উদযাপন করো ? মন্দিরে যাও এবং জিজ্ঞেস করো, এঁরা কারা ? কোন সময় এঁদের রাজত্ব ছিলো ? পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? তারা নিশ্চয়ই বলবে যে, সকলের সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে ; তিনি সকলের পরমপিতা ! সুতরাং, নিশ্চিতভাবে তাঁর কাছ থেকে সকলের সুখের বরসা প্রাপ্তি হয় । বর্তমানে, এই দুনিয়া দুঃখের । যদিও মানুষ নতুন ইনভেনশন করছে, তবুও দুঃখের কলা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে, কারণ এখন উতরতি কলা । কতরকম বিপর্যয় আসে । মানুষকে দুঃখের অভিজ্ঞতা করতেই হবে । যখন অধিকমাত্রায় দুঃখ বেড়ে যায়, তারা চিত্কার করে কাঁদতে থাকে আর বাবা তখনই আসেন । এই সময়ে, সমস্ত মানুষ পতিত হয়েছে এবং সেই কারণে এই দুনিয়াকে ভিশ্যাস্ ওয়ার্ল্ড (অধার্মিকতা পূর্ণ দুনিয়া) বলা হয় । সত্যযুগে কোনও দুঃখ থাকেনা । তোমরা বাচ্চারা জানো ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । এই সময় সবাই রাবণের অর্থাত্ পাঁচ অশুভ আত্মার বশে আছে । সে তোমাদের শত্রু । দুঃখের দশা । মানুষ এখন অতি তমঃপ্রধান হয়ে গেছে কারণ তারা বিকারের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে । দুনিয়া জানেনা সেখানে বিষ বলে কিছু হয়না । তারা জিজ্ঞেস করে , সেখানে বাচ্চা কিভাবে জন্ম নেয় ? তাদের বলো, সর্বপ্রথম বাবাকে জানো এবং তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নাও । তারপর সেখানে আরও যে রীতি-রেওয়াজ আছে সেইমতো চলবে । কেন তোমাদের এই সংশয় ? কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে , শিববাবা যখন এখানে, নিরাকার দুনিয়ায় তখন কি আত্মারা থাকবে ? নিশ্চয়ই ! এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে চলেছে তার মানে সেখানে আত্মা আছে । যেমনই হোক, প্রথম এবং মূল জিনিস হলো বাবাকে এবং তাঁর বরসাকে স্মরণ করা । এইসব কথার সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক ?

তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হলে তারপর জিজ্ঞাসা করার জন্য আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর বরসাকে । যদি সহজভাবে মুক্তি পেতে চাও "মনমনাভব" এবং যদি রাজত্ব পেতে চাও তবে "মধ্যাজীভব" ।

বাচ্চারা তোমরা জান তোমাদের কে পড়ান ? এই চৈতন্য পাত্রে চৈতন্য হীরে বসে আছেন । তিনি সত্য বাবাও । পরমাত্মা এই দেহের মাধ্যমে কথা বলেন । যখন কেউ মারা যায় তার আত্মাকে আহ্বান করা হয় । সেই সময় মনে করা হয় যে আমাদের বাবার আত্মা এসেছে ; যেন দুটি আত্মার হয়ে গেল । সেই আত্মা এসে উৎসর্গ করা খাবারের ঘ্রাণ নেয়, কিন্তু, বাস্তবে সে সবই ড্রামা । তাসত্ত্বেও, তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতিদান পায়(ভাবনার ভাড়া) । পূর্বকালে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট আত্মবল ছিল যার জন্য আত্মারা আসত এবং কথা বলত । সেই আত্মাকে প্রবল উত্সাহে খাওয়ানো হত । তারা আত্মা সম্বন্ধে কিছু জানতনা । যে ব্রাহ্মণের শরীরে আত্মাকে ডাকা হত সেই শরীরে বিদ্যমান আত্মা সমস্ত খাদ্যবস্তুর ঘ্রাণ নিত । বাবা তো ঘ্রাণটুকুও নেননা কারণ তিনি অভোক্তা (কর্মফল ভোগের ঊর্ধে) । আত্মাই সবকিছু সহ্য করে বা ভোগ করে । বাবা বলেন, আমি অভোক্তা । আত্মা সুন্দর গন্ধের ঘ্রাণ নেয় কারণ সে এইসবের বশবর্তী হয়ে পড়ে । আমি কোনও সৌরভে আকৃষ্ট হইনা । আমার সাথে যোগে স্থির হলে তোমাদের বিকর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে । তোমরা বোঝাতে পারো, শিব যদিও নিরাকার, মানুষ তবুও শিবের জন্মদিবস পালন করে, এক আত্মার জন্মদিবস পালিত হয় ; আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করে । একমাত্র শিব পতিত-পাবন । যাঁর আহ্বান করা হয় ; তিনি এসে যেন তাদের রাবণের দুঃখ থেকে লিব্যারেইট্ (মুক্ত) করেন । এই সময় পাঁচ বিকার সর্বব্যাপী । চক্রের অর্ধেক অর্ধেক তাই না ! যখন রাবণরাজ্য শুরু হয় তখন অন্যান্য ধর্মগুলোও আসে । তাদের সবাইকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে আসতেই হয় । আমি এখানে আসি । তোমরা বাচ্চারা জানো আমি এসে তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তৈরি করি, এই চৈতন্য পাত্রে বসে । তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানের সাগর । তোমরা এখন তা' জানো । বাবা তোমাদের মনে করিয়ে দেন এবং সেইজন্য তোমরা তাঁকে স্মরণ করো, কিন্তু তারপর তাঁকে ভুলে যাও । পোপ ইত্যাদিদের চৈতন্য শরীর আছে বলেই তারা বিখ্যাত । তাদের অনেক গুণগান হয় । এখানে, এই পাত্রে এক হীরে লুকিয়ে আছেন । তিনি মাত্র একবার আসেন , একথা কেউ জানেনা । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এই ব্রহ্মার মধ্যে বসে আছেন । ইঁনি আমাদের সত্য বাবা এবং সত্য টিচারও । এটা একটা পাঠশালা । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ এটা ভুলে যায় । একজন মানুষের চালচলন থেকে তোমরা তার সবকিছু বুঝতে পারো । তোমাদের মধ্যেও কোনও কোনও বাচ্চা সামান্য পরীক্ষা দিতেই ফেল হয়ে যায় । বাচ্চারা বলে, তুমি যা-ই খাওয়াও না কেন, যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের ভালোবাস, মারো ....সুযোগ্য সন্তানরা আজ্ঞাকারী হয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা কখনও কেঁদোনা । তোমাদের সামনে এমন সুমহান পিতা এবং প্রিয়তম , তবুও তাঁর অংশস্বরূপ হয়ে তোমরা কাঁদবে ! আমি তোমাদের বড় বাবা বসে আছি । মায়া তোমাদের নাক ধরতেই তোমরা কেঁদে ফেলো । গায়ন আছে - তোমরা যদি অতীন্দ্রিয় সুখ কি জানতে চাও, তবে গোপ-গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । যতই হোক, মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয় । তোমাদের উচিত্ বাবার কাছে সমর্পিত হওয়া এবং নিজেদের উত্সর্গ করা । অন্তর্মনে স্মরণ থাকলে তোমরা সুখের অনুভব করতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো বাবা সত্যকারে ইন্দ্র, সেই ইন্দ্র নন যিনি বৃষ্টির বর্ষণ করেন । বাবা জ্ঞানের ইন্দ্র । ইন্দ্রধনু উদ্ভূত হয় এবং অনেক তার রঙ, কিন্তু তিনটে রঙই মুখ্য । বাবা এখন তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । ত্রিকালদর্শী অর্থাত্ যে আদি -মধ্য -অন্তকে জানে, স্বদর্শন চক্রধারী, যে সময় চক্রের তিনকালকে জানে । এই কথা নিজের সঙ্গে মিলিয়ে

নাও । তোমরা বাচ্চারা জানো এটা ইন্দ্রসভা । এইজন্য বাবা লেখেন – কোনও বিকারি, নোংরা, অপবিত্র বস্ত্র আমার সভায় আসতে পারবেনা । তোমরা পরীরা ডান্স করছ, জ্ঞানের ডান্স । জ্ঞান-ইন্দ্রের পরীদের প্রতি নির্দেশ আমার এখানে কোনও ভিশ্যাস্ (vicious) মানুষ আনবেনা । তোমাদের কাছে ভিশ্যাস্ মানুষ আসবে ভাইসলেস হতে । কিন্তু আমার সভায় অবশ্যই নিয়ে আসবেনা । এটাই আইন । বাস্তবে আমি অনেকের সাথে কথা বলি । আজ্ঞাকারী এবং সুযোগ্য বাচ্চা হলে, অন্যদের লভ্ সেই বাচ্চার কাছে টেনে আনে । ঠিক যেমন গান্ধীর জন্য সকলের লভ্ আছে । তিনি ভালো কাজ করেছিলেন । তোমাদেরও এই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামাকে বুঝতে হবে । এটা হুবহু রিপিট হচ্ছে । এর জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায়না । রাবণের সবাইকে ভ্রষ্টাচারী বানাতেই হবে । একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই এইসব জিনিস বুঝবে । অন্যেরা এইসবের কি বুঝবে ! তারা পতিত-পাবন বলে কিন্তু জানেনা তিনি কে ; তারা কোনও কিছু বোঝেনা । তোমরা তারাই, যারা পূর্ব কল্পেও বাবাকে সাহায্য করেছিলে । সত্যযুগে তোমরা জানতে পারবেনা কিভাবে তোমরা রাজ্য লাভ করেছিলে ।

এখন তোমরা জানো, বেহদের বাবা কত বিশিষ্ট ! বাবাই ভারতকে কড়ি থেকে মূল্যবান হীরেসমান তৈরি করেন । স্বর্গে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো । এখন আবার একবার স্থাপনা হচ্ছে । সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতেই হবে ; এর রেসপনসিবিলিটি পরমপিতা পরমাত্মার একার । বাবা এসে সবাইকে ধনবান বানান । বাবা তোমাদের বোঝান তোমরা কিভাবে অনাথ হয়েছ এবং কবে রাবণরাজ্য শুরু হয়েছিলো । তোমরা এইসব জানোনা । মানুষ এখনও রাবণের কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাচ্ছে । এই সময় ভক্তি মার্গের উতরতি কলা । সত্যযুগকে রামরাজ্য বলা হয় । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান কেননা তোমাদের কলা ক্রমশঃ কমে আসছে । এই সময় তোমাদের রাজোচিত আচরণ হওয়া উচিত্ । তোমরাই মানুষকে দেবী-দেবতায় পরিণত করো । গোপ -গোপীদের অতীন্দ্রিয় সুখের গায়ন হয় । এরকম বলা হয়না, অতীন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞেস করো । কিন্তু গোপ গোপীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কারণ তারা ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমরা দেবতা হও আর তারপর আবারও তোমাদের ডিগ্রি (কলা) কমতে থাকে । রাজারা কত সমারোহের সাথে চলে , কিন্তু তারা সকলেই তমঃপ্রধান । তোমাদের কাছে ব্রহ্মার যে ছবি আছে তা' দেখে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয় । তোমাদের কাছে লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি আছে, এক ত্রিমূর্তি সহ এবং অন্যটা ত্রিমূর্তি ছাড়া, শুধু শিববাবার ছবি আঁকা হয়েছে । সুতরাং, তোমাদের এই দুটো ছবিই রাখা উচিত্ । ব্রহ্মা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাদের বলো, কার দেহে ঈশ্বরের প্রবেশ হবে ? ব্রহ্মা এবং সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং নারায়ণ হন । তিনি অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরে আসেন সেইজন্য ব্রাহ্মণের রচনা হয় । তা নাহলে এত বাচ্চা কিভাবে হবে ? এই সকল বাচ্চা ব্রহ্মার, ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । তোমরাও ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । প্রজাপিতা ছাড়া কিভাবে সৃষ্টি রচনা হবে ? নতুন সৃষ্টির রচনা হচ্ছে । তোমরাও নতুনভাবে তৈরি হচ্ছ, কিন্তু তোমরা এটা বিশ্বাস করোনা । তোমরা যদি এখন ব্রাহ্মণ না হও, তবে তোমরা দেবী-দেবতাও হতে পারবেনা । তোমরা বুঝতেও পারছ যাদের স্যাপলিং লাগানো হয়েছে তারাই এখানে আসবে । বাবা তোমাদের স্পষ্ট করে সব বুঝিয়ে দেন ! প্রত্যেকের অবস্থা বাবা জানেন । কেউ কেউ একটা জিনিষের জন্য ক্ষুধার্ত, অন্যান্যরা ফ্যাশন ইত্যাদির জন্য । তোমরা এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, বাবা আমি কি সঠিকভাবে চলছি ? আমি যা করছি তা' রাইট অথবা রং (right or wrong) ? বাবা তত্ক্ষণাত্ বুঝে নেবেন তুমি যা কিছু করছ সেটা ভয় থেকে করছ । দেখো, গান্ধীজীকে সকলে কত সাহায্য করেছে ! তবুও তিনি নিজে কিছু খাননি, সবকিছু তাঁর দেশের জন্য করেছেন । গান্ধীজী তবু মানুষ ছিলেন, কিন্তু ইঁনি বেহদের বাবা । শিববাবা দাতা, তিনি

বাচ্চাদের জন্য সবকিছু করেন । তোমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কেন তুমি একটাকা দাও ? তারা বলে, আমরা এটা শিববাবাকে দিই ২১ জন্মের বরসা নেওয়ার জন্য । তোমাদের এইরকম কোনও ভাবনা থাকা উচিত্ নয় যে, তোমরা শিববাবাকে দিচ্ছ । বরং পরিবর্তে তোমরাই ২১ জন্মের বরসা নাও । বাবা দীননাথ । তিনি তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন । এটা তোমাদের বুদ্ধিতে ধরে রাখো । তিনি সবকিছু বাচ্চাদের জন্য করেন । গান্ধীজীও এইসব কাজের ক্ষেত্রেই লাগাতেন । নিজের জন্য কোনও কিছু রাখেননি ; তাঁর সবকিছু তিনি দান করেছিলেন । যারা অন্যকে দেয় তারা নিজের জন্য কিছু রাখেনা । সন্ন্যাসীরা সবকিছু ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আবার ফিরে এসে সমস্ত কিছু নেয় । তাদের কাছে অনেক ধনসম্পত্তি ; তাদের অনেক ফ্ল্যাট ইত্যাদি আছে । বাস্তবে, সন্ন্যাসীদের হাতে এক পয়সাও থাকা উচিত্ নয় । এটাই আইন, এটাই নিয়ম । তারা কখনও দানী হবেনা । তোমাদের বাবার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে । বাবা, এই সবকিছু তোমার । তুমি যেভাবে আমায় বলবে আমি সেভাবে খরচ করব । বাবা অনবরত ডিরেকশন দিতে থাকেন, তোমরা বাচ্চারা কিন্তু অভ্যাস কোরো । আচ্ছা –

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) প্রতি পদক্ষেপে বাবার রায় মেনে চলো । তোমাদের অবশ্যই নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে । বাবা যেখানে বসাবেন সেখানে বসো বাবা যা খাওয়াবেন তাই খাও । আজ্ঞাকারী হয়ে থাকতে হবে ।

২) তোমাদের আচার-আচরণ রয়্যাল্ এবংশ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান এইজন্য তোমাদের অবশ্যই প্রত্যেকের সাথে বিরাট রয়্যালটি নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে । অবশ্যই তোমরা কেঁদোনা ।

বরদানঃ- কর্ম আর যোগের ব্যাল্যান্স দ্বারা সর্বজনের ব্লেসিংস্ প্রাপ্ত করে সহজ সফলতা মূর্ত ভব

কর্মে যোগ এবং যোগে কর্ম, এইরকম কর্মযোগী অর্থাত্ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, শ্রেষ্ঠ স্থিতি এবং শ্রেষ্ঠ বায়ুমণ্ডল তৈরী করে সকলের আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকারী হয়ে যায় । কর্ম আর যোগের ব্যাল্যান্স করে সব কর্মে বাবা দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্তি তো হয়ই কিন্তু যাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসে তাদের থেকেও ব্লেসিংয়ের প্রাপ্তি হয়, সকলেই তাকে ভালো বলে মানে এবং তাদের এই ভালো মানাই ব্লেসিংয়ের কাজ করে । তাই যেখানে আশীর্বাদ আছে সেখানে সহযোগ আছে এবং এই আশিস আর সহযোগই সফলতা মূর্ত বানিয়ে দেয় ।

শ্লোগানঃ- সর্বদা খুশিতে থাকা আর খুশি ভাগ করে নেওয়া, এই হল সত্যিকারে সেবা ।